Released 29-7-1955

রূপমায়ার নিবেদন—

হ্রদ

চিত্রনাট্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা : **অর্দ্ধেন্দু সেন**

কাহিনী : **বিমল কর**
চিত্রগ্রহণ : সন্তোষ গুহরায়
শব্দানুলেখন : গৌর দাস
সম্পাদক : শিব ভট্টাচার্য্য
আলোক নিয়ন্ত্রণ : শান্তি সরকার
আবহ সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালনা : **মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়**
শিল্প নির্দ্দেশ : গৌর পোদ্দার
কর্ম্মসচিব : মণীন্দ্রনাথ সরকার
ব্যবস্থাপক : দেবেন বোস
সহযোগী : পরেশ পাইন
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত, অমিতাভ বর্দ্ধন

প্রচার-সচিব : **রঞ্জিৎকুমার মিত্র**

স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও ফ্লিক্ ও ফটো আর্টস্

নেপথ্যে কণ্ঠদান : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা দাশগুপ্তা, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সহকারীগণ :

পরিচালনা : সুখেন ধর, অমল মুখার্জ্জি
চিত্রগ্রহণ : নরসিংহ রাও
রণজিৎ চ্যাটার্জ্জী
সুরেন নাথাত
শব্দানুলেখনে : সিদ্ধি নাগ
সংগঠনে : রেবা ঘোষ, শিবাজী গুপ্ত,
নীরেন্দ্রনাথ সরকার

সম্পাদনায় : রাম সাহু
রূপসজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জ্জী
অনাথ মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : ঝণ্টু মালাকার
সুব্রত, কেশব
আলোক সম্পাতে : মনোরঞ্জন, তারাপদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ডাঃ এ, এন, মুখার্জ্জী (ফার্ন ফার্ম্মেসী)
রবি ভট্টাচার্য্য, শান্তি বোস
লুম্বিনী পার্ক মেণ্টাল হস্‌পিট্যাল (কলিকাতা)

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ হইতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক :
শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১

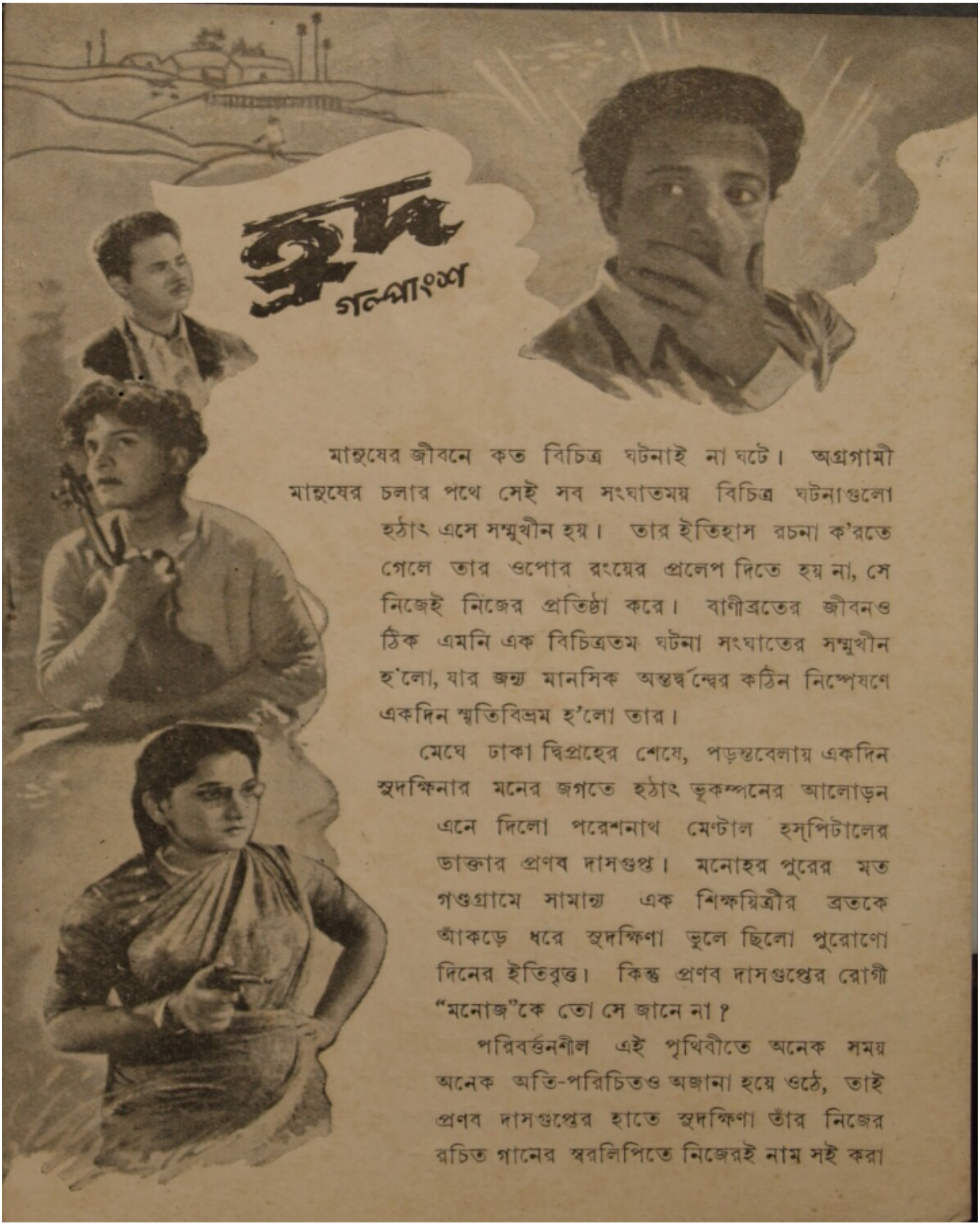

মানুষের জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে। অগ্রগামী মানুষের চলার পথে সেই সব সংঘাতময় বিচিত্র ঘটনাগুলো হঠাৎ এসে সম্মুখীন হয়। তার ইতিহাস রচনা ক'রতে গেলে তার ওপোর রংয়ের প্রলেপ দিতে হয় না, সে নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা করে। বাণীব্রতের জীবনও ঠিক এমনি এক বিচিত্রতম ঘটনা সংঘাতের সম্মুখীন হ'লো, যার জন্য মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কঠিন নিষ্পেষণে একদিন স্মৃতিবিভ্রম হ'লো তার।

মেঘে ঢাকা দ্বিপ্রহের শেষে, পড়ন্তবেলায় একদিন সুদক্ষিনার মনের জগতে হঠাৎ ভূকম্পনের আলোড়ন এনে দিলো পরেশনাথ মেণ্টাল হস্‌পিটালের ডাক্তার প্রণব দাসগুপ্ত। মনোহর পুরের মত গণ্ডগ্রামে সামান্য এক শিক্ষয়িত্রীর ব্রতকে আঁকড়ে ধরে সুদক্ষিণা ভুলে ছিলো পুরোণো দিনের ইতিবৃত্ত। কিন্তু প্রণব দাসগুপ্তের রোগী "মনোজ"কে তো সে জানে না?

পরিবর্ত্তনশীল এই পৃথিবীতে অনেক সময় অনেক অতি-পরিচিতও অজানা হয়ে ওঠে, তাই প্রণব দাসগুপ্তের হাতে সুদক্ষিণা তাঁর নিজের রচিত গানের স্বরলিপিতে নিজেরই নাম সই করা

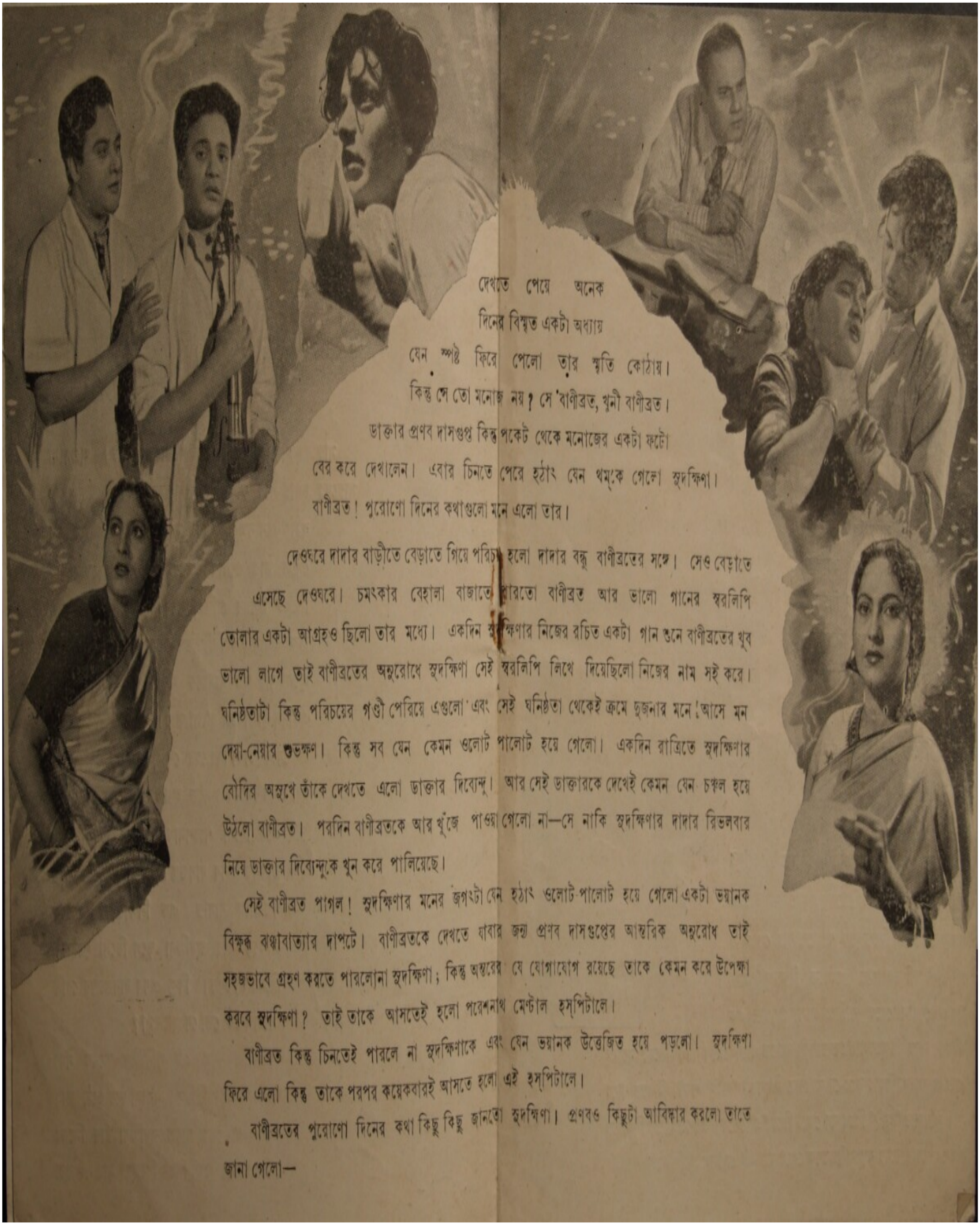

দেখতে পেয়ে অনেক
দিনের বিস্মৃত একটা অধ্যায়
যেন স্পষ্ট ফিরে পেলো তার স্মৃতি কোঠায়।
কিন্তু সে তো মনোজ নয়? সে 'বাণীব্রত, খুনী বাণীব্রত।
ডাক্তার প্রণব দাসগুপ্ত কিন্তু পকেট থেকে মনোজের একটা ফটো
বের করে দেখালেন। এবার চিনতে পেরে হঠাৎ যেন থম্‌কে গেলো সুদক্ষিণা।
বাণীব্রত! পুরোণো দিনের কথাগুলো মনে এলো তার।

দেওঘরে দাদার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে পরিচয় হলো দাদার বন্ধু বাণীব্রতের সঙ্গে। সেও বেড়াতে এসেছে দেওঘরে। চমৎকার বেহালা বাজাতে পারতো বাণীব্রত আর ভালো গানের স্বরলিপি তোলার একটা আগ্রহও ছিলো তার মধ্যে। একদিন সুদক্ষিণার নিজের রচিত একটা গান শুনে বাণীব্রতের খুব ভালো লাগে তাই বাণীব্রতের অনুরোধে সুদক্ষিণা সেই স্বরলিপি লিখে দিয়েছিলো নিজের নাম সই করে। ঘনিষ্ঠতাটা কিন্তু পরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে এগুলো এবং সেই ঘনিষ্ঠতা থেকেই ক্রমে দুজনার মনে আসে মন দেয়া-নেয়ার শুভক্ষণ। কিন্তু সব যেন কেমন ওলোট পালোট হয়ে গেলো। একদিন রাত্রিতে সুদক্ষিণার বৌদির অসুখে তাঁকে দেখতে এলো ডাক্তার দিবেন্দু। আর সেই ডাক্তারকে দেখেই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো বাণীব্রত। পরদিন বাণীব্রতকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না—সে নাকি সুদক্ষিণার দাদার রিভলবার নিয়ে ডাক্তার দিবেন্দুকে খুন করে পালিয়েছে।

সেই বাণীব্রত পাগল! সুদক্ষিণার মনের জগৎটা যেন হঠাৎ ওলোট-পালোট হয়ে গেলো একটা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবাত্যার দাপটে। বাণীব্রতকে দেখতে যাবার জন্য প্রণব দাসগুপ্তের আন্তরিক অনুরোধ তাই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলোনা সুদক্ষিণা; কিন্তু অন্তরের যে যোগাযোগ রয়েছে তাকে কেমন করে উপেক্ষা করবে সুদক্ষিণা? তাই তাকে আসতেই হলো পরেশনাথ মেন্টাল হস্‌পিটালে।

বাণীব্রত কিন্তু চিনতেই পারলে না সুদক্ষিণাকে এবং যেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লো। সুদক্ষিণা ফিরে এলো কিন্তু তাকে পরপর কয়েকবারই আসতে হলো এই হস্‌পিটালে।

বাণীব্রতের পুরোণো দিনের কথা কিছু কিছু জানতো সুদক্ষিণা। প্রণবও কিছুটা আবিষ্কার করলো তাতে জানা গেলো—

নীলা নামে একটা মেয়েকে প্রথম ভালো-বেসেছিলো বাণীব্রত। ক্রমে সেই খবরটা বাণীব্রতের দূর সম্পর্কের ভাই দিব্যেন্দু ডাক্তার জানতে পারে এবং সেই সুযোগে দিব্যেন্দু বাণীব্রতকে দমিয়ে রেখে নীলাকে হস্তগত করে এবং একদিন তাকে নিয়ে পালিয়ে গেলো। সেই থেকেই দিব্যেন্দুর ওপোর একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আসে বাণীব্রতের। ভগবানের নির্দ্দেশ তাই দেওঘরে থাকাকালীন সুদক্ষিণার বৌদির অসুখের ঘটনাতে দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা হয় বাণীব্রতের। সেই রাত্রেই রিভলবার নিয়ে দিব্যেন্দুকে শাষাতে যায় সে আর সেখানেই রিভলবারের গুলীতে দিব্যেন্দু মারা যায়। সেখান থেকে পালিয়ে এসে প্রণবের এক ডাক্তার বন্ধুর ডিস্‌পেন্সারীতে চাকরী করতে থাকে বাণী। কিছুদিনের মধ্যেই প্রণবের বন্ধু আবিষ্কার করে যে বাণীব্রত কিছুতেই "আই" শব্দটা লিখতে পারে না। বার বার "আই" লিখে তা কেটে দিয়ে "এ" লেখে। এরপর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ পেয়ে প্রণবের বন্ধু বাণীব্রতকে রেখে যায় এই মেন্টাল হস্‌পিটালে।

পুলিশের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এসে পড়ে বাণীব্রতের ওপোর। তাঁরা তাকে নিজেদের আয়ত্বাধীনে রাখবার জন্যে সরকারী হাসপাতালে বাণীব্রতকে রাখতে চায় কিন্তু প্রণব অনেক চেষ্টা ক'রে— গবেষণা করার অজুহাতে বাণীব্রতকে এখানে আটকে রেখে দেয়।

একদিন রাত্রিতে হঠাৎ খবর পাওয়া গেলো যে এই হস্‌পিটালেরই নার্স ডোরা দত্ত বাণীব্রতকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই তামসী-রাত্রির মধ্যপ্রহরে বাণীব্রতকে উদ্ধারের অভিযানে ডাঃ গুপ্ত, প্রণব, সুদক্ষিণা আর ডাঃ গুপ্তের কুকুর সিরাজ এসে উপস্থিত হয় নির্জন প্রান্তরের এক পোড়ো বাড়ীতে। সেখানে সিরাজ হঠাৎ আক্রমণ করে ডোরাকে, এবং ডোরার মৃত্যু হয় সেখানেই।

সেই নির্জন প্রান্তরের মধ্য রাত্রিতে ডোরার মৃত্যু, কুকুরের আক্রমণ সব মিলিয়ে সেই রাত্রিতেই বাণীব্রতের স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে আর তার মাধ্যমেই সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে যায় যে বাণীব্রত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? তা হলে দিব্যেন্দু মারা গেলো কেমন করে, কেমন করে মারা গেলো বাণীব্রতের মা.....?

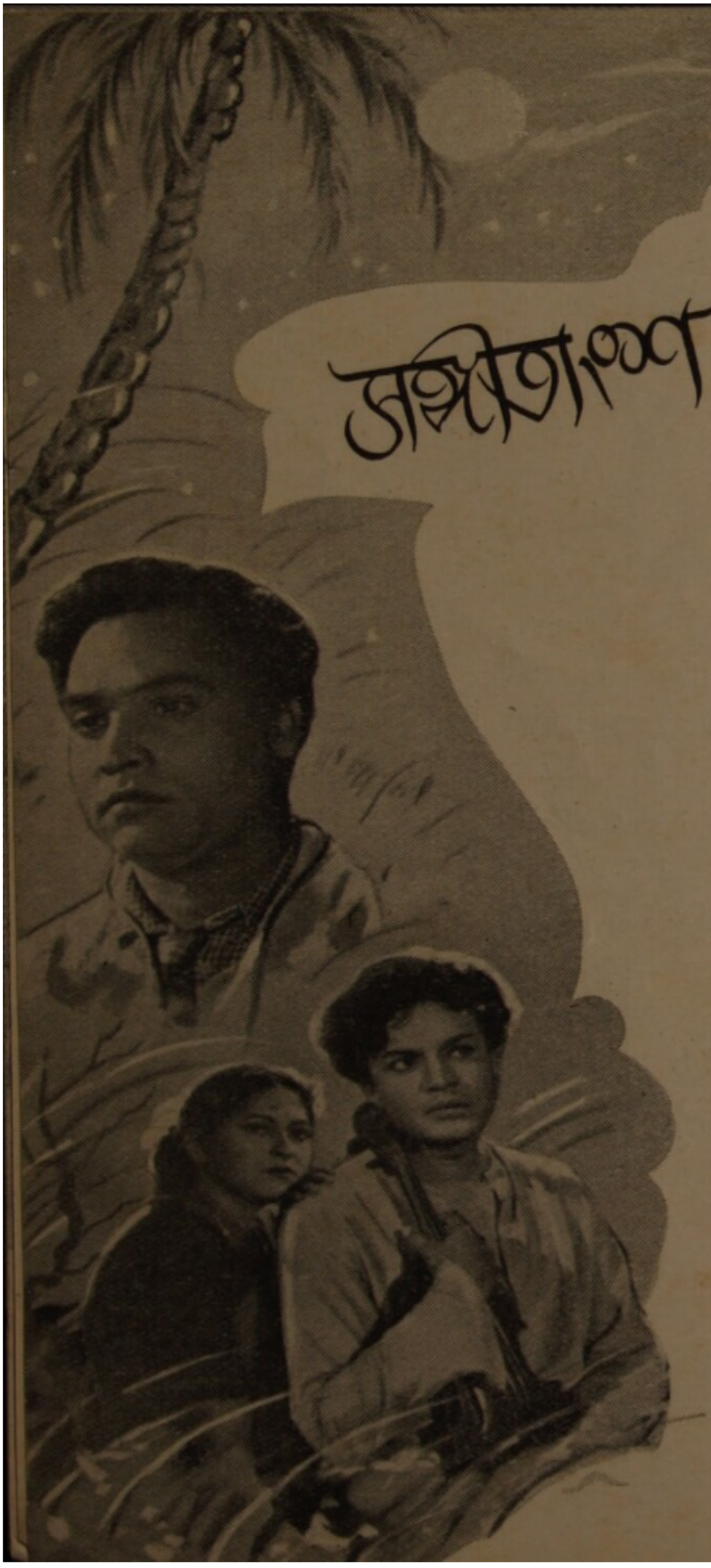

সঙ্গীতানুষ্ঠান

(১)

কথা—শ্যামল গুপ্ত

গেয়েছেন— প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদ ডুবে গেলে
রজনী পোহালে হায়
মোর দেওয়া ফুল
ম্লান হোয়ে এলে ধীরে
কথা দাও তবু যাবেনা ভুলে আমায় !
দূরে গিয়ে যদি ফেরার সময় পথে
দিশাটুকু হায় মেলেনাগো কোন মতে.
কাঁটা বিধে পায় বাধা যদি দিতে চায়
কথা দাও তবু যাবেনা ভুলে আমায় ॥
কালের সাগরে কত ঢেউ উঠে পড়ে
কতনা বাসর ভাঙ্গে নিয়তির ঝড়ে
কত মধু মাস অভিমানে হোয়ে সারা
মেঘের আকাশে ঝরায় নয়নধারা
কত চাওরা শুধু ভুল হয় বেদনায়
কথা দাও তবু যাবেনা ভুলে আমায় ॥

(২)

কথা—শ্যামল গুপ্ত

গেয়েছেন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাঁশরী বাজে কেন ওগো বিজন রাতে
দূরে সে কেঁদে ওঠে গো কারে কাঁদাতে
কাছে কে চেয়ে কারে না পেয়ে বুঝি
সুরেরি পথে চলেছি খুঁজি
বিরহে ছলছল নয়ন পাতে
সে ব্যথা ওঠে দুলে নিশীথ বায়ে
ব্যাকুল পরশনে ফুল ঝরায়ে ॥
পাখীর নীড়ে যবে সে দোলা লাগে
ব্যথিত হোয়ে সহসা জাগে
শিশির ধারা নামে বন-ছায়াতে ॥

(৩)

কথা—শ্যামল গুপ্ত

গেয়েছেন—মীরা দাসগুপ্তা

যশোদা জননী নয়নের মণি
গোপালে না নিরখিয়া
আকুল পরাণে চাহে সবাপানে
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া ॥

চরিত্র-চিত্রণে ঃ

সন্ধ্যারাণী　　সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়

সুমনা ভট্টাচার্য্য　　সুদীপ্তা রায়

★

উত্তমকুমার　　অসিতবরণ

ছবি বিশ্বাস　　শিশির মিত্র

প্রেমাংশু বসু　　জহর রায়

অজিত চ্যাটার্জ্জী　　শীতল ব্যানার্জ্জী

আশু বসু

তরুণকুমার, মণীন্দ্র সরকার, বিমল চক্রবর্ত্তী, বিভা ভট্টাচার্য্য,
তারাশঙ্কর মজুমদার, লাবণ্যকুমার, পরেশ পাইন, জ্যোতিভূষণ,
সুশীল, শেলী, কানু, শিশির, মাঃ অসীম,
জ্যাকী, ডায়না প্রভৃতি।

শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের
পরবর্ত্তী কয়েকটি চিত্রোপহার !

মঙ্গলা আর্ট প্রোডাকসনের

অভাগীর স্বর্গ

কাহিনী:- সুমন্থ নাথ ঘোষ
তত্ত্বাবধায়ক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেঃ-
সন্ধ্যারাণী · বিকাশ রায় · নীতিশ মুখোঃ
গুরুদাস · সুশীল রায় · শোভা সেন · পূর্ণিমা

মুক্তি পথে

রূপমায়ার
দ্বিতীয় নিবেদন !

ধূলার ধরণী

কাহিনী – প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সংলাপ – বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
রূপায়ণে :-
সন্ধ্যারাণী · অজিতবরণ · বিকাশ রায় · ছবি বিশ্বাস
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য · মলিনা দেবী · সবিতা চট্টোপাধ্যায়
সুশীল রায়

শ্রীলেখা পিকচার্সের
দ্বিতীয় অর্ঘ্য

পারঘাটের যাত্রী

কাহিনী – প্রবোধ সরকার
বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে ভূমিকালিপি গঠিত

· গঠন পথে ·

শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পক্ষে প্রচারসচিব রঞ্জিৎকুমার মিত্র কর্তৃক
সম্পাদিত ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা–৬ হইতে মুদ্রিত।